ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৪৯১
আগরতলা, ১ নভেম্বর, ২০২৩

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী
আখাউড়া-আগরতলা রেল যোগাযোগে ত্রিপুরা পরিবহন ও পর্যটনের ক্ষেত্রে প্রবেশ দ্বার হতে যাচ্ছে

রাজ্যের জন্য আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। ভারত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের মধ্যে নিশ্চিন্তপুর ও গঙ্গাসাগর রেল স্টেশনের মাধ্যমে রেলপথে যোগাযোগ স্থাপন এই রাজ্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই রেল যোগাযোগে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ত্রিপুরা পরিবহন ও পর্যটনের ক্ষেত্রে প্রবেশ দ্বার হতে যাচ্ছে। আজ আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগের ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পর সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আখাউড়া-আগরতলা রেল যোগাযোগ স্থাপনের ফলে বর্তমানে আগরতলা-কলকাতা রেলপথের দূরত্ব ১৬০০ কিলোমিটার থেকে কমে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার হয়ে যাবে। আখাউড়া-আগরতলা রেল প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মোট রেল সংযোগের দৈর্ঘ্য ১২.২৪ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতীয় অংশে ত্রিপুরায় ৫.৪৬ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশ অংশে ৬.৭৮ কিলোমিটার। গত জুলাই ২০১৬ সালে অনুমোদিত এই প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ৯৭২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ভারতীয় অংশের জন্য বরাদ্দ ৫৮০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ অংশের জন্য বরাদ্দ ৩৯২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় অংশে প্রকল্প রূপায়নে ব্যয়ভার বহন করছে ভারত সরকারের ডোনার মন্ত্রক এবং বাংলাদেশ অংশের জন্য ‘এইড টু বাংলাদেশ’ এই খাতে ভারত সরকারে বিদেশ মন্ত্রক এর ব্যয়ভার বহন করছে। ইরকন সংস্থা ভারতীয় অংশে কাজ রূপায়ন করছে এবং বাংলাদেশ অংশে কাজ করছে টেক্সমাকো সংস্থা। পরবর্তী সময়ে দুই দফায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভারতীয় অংশে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ৮৬২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। বর্তমানে এই প্রকল্পে মোট ব্যয় বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে ১২৫৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্প রূপায়নের জন্য ৮৬.৮৪৬ একর জমি ইরকন সংস্থাকে হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর ‘অ্যাক্ট ইষ্ট নীতি’র মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী নানাবিধ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। বর্তমানে সার্বিক যোগাযোগের দিক থেকে ত্রিপুরাসহ উত্তর পূর্বাঞ্চল উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে,যা স্বাধীনতার পর গত ৭ দশকেও তা সম্ভব হয়নি। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ‘হীরা’ মডেলের প্রকৃত বাস্তবায়নের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

******২য় পাতায়

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয় তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে সারাদেশে ৫০৮টি রেল স্টেশনকে পুনঃউন্নয়নের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এর মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনে ৯১টি রেল স্টেশনের উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্পে অধীনে ৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। রাজ্যের ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং উদয়পুর রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এর উন্নতিকরণ এবং আধুনিকীকরণের জন্য ৯৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে ৩টি স্টেশনের উন্নয়ন ছাড়াও আগরতলা রেল স্টেশনকে ওয়ার্লড ক্লাস স্টেশান প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মানের রেল স্টেশনে উন্নীত করার জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রক পরিকল্পনা নিয়েছে। এর জন্য ব্যয় হবে ২৩৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে মোট ১৯টি ট্রেন যাতায়াত করছে। এর মধ্যে ১৩টি এক্সপ্রেস ট্রেন, ৫টি ডেমো ট্রেন এবং একটি লোক্যাল ট্রেন (আগরতলা-ধর্মনগর) পরিষেবা চালু রয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে আগরতলা-মুম্বাই সাপ্তাহিক লোকমান্য তিলক-কামাখ্যা এক্সপ্রেস ট্রেন চালু এবং আগরতলা রেল স্টেশনে এসকেলেটর চালু করার বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, পরিবহন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

******